আমাদের সময়

তারিখ 04 NOV 2015
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

বেসামাল ছাত্রলীগ

চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ মামলায় আসামি ২০০

হামিদ উল্লাহ ও মীর রাতুল হাসান, চট্টগ্রাম ● বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে পড়েছে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম শহর ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়াচ্ছে। তা শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধে রূপ নিচ্ছে। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রশ্নপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনারও জন্ম দিচ্ছেন তারা। এসব ঘটনার কোনো বিচার না হওয়ায় চট্টগ্রামে এখন ছাত্রলীগের রাজনীতি নানামুখী অন্তর্দ্বন্দ্বে ঘোরপাক খাচ্ছে।

গত এক মাসেরও কম সময়ে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ অন্তত সাতটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটিই অন্তঃকোন্দল থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ। তা শেষ পর্যন্ত বন্দুকযুদ্ধে রূপ নেয়। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রলীগের যেসব নেতা বারবার সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে, তাদের বেশিরভাগই মূল সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেই। তবে দল ক্ষমতায় থাকায় ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করছেন তারা। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বাড়তি কদর পাচ্ছে।

সর্বশেষ গত ২ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগের দুইপক্ষ সংঘাতে জড়ায়। পরে তা পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে রূপ নেয়। একই দিন চুয়েটে ছাত্রলীগের দুইপক্ষের সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। চবিতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় হাটহাজারী থানায় তিনটি মামলা করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় একটি ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও দুটি মামলা হয়েছে।

প্রথম মামলাটি করেন হাটহাজারী থানায় এসআই মঞ্জুর আলম। এতে ৫০ জনের নাম এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

রামদায় শান দেওয়া দুজন শনাক্ত

চবি প্রতিনিধি ● চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ নভেম্বর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের প্রাক্কালে রামদায় শান দেওয়া দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। একজনের নাম শ্রাবণ মিজান ও অন্যজন মোফাজ্জল হায়দার ওরফে টাইগার মোফা। তাদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। শ্রাবণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ও মোফাজ্জল চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

বেসামাল ছাত্রলীগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উল্লেখসহ ১৫০-২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। অস্ত্র আইনে একটি মামলা করেন এসআই হাবিবুর রহমান। অন্যটি করেন স্বপন কুমার দে। অস্ত্র আইনে করা মামলা দুটিতেই ৫ জনের নাম উল্লেখ করে ২০-২৫ জনকে অজ্ঞানামি রাখা হয়েছে। তবে মামলা তিনটির একটিতেও ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম নেই।

হাটহাজারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সালাহ উদ্দিন বলেন, সামান্য ঘটনা থেকে তারা (ছাত্রলীগের নেতাকর্মী) রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল।

দরপত্র নিয়ন্ত্রণ নিতে সংঘাত : রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের কোটি কোটি টাকার দরপত্র নিয়ন্ত্রণে নিতে দুই বছর ধরে সিআরবি এলাকায় নিয়মিত সংঘাতে জড়িয়ে আছেন ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতা সাইফুল আলম লিমন। ১ নভেম্বর তার অনুগতদের সঙ্গে যুবলীগের কেন্দ্রীয় উপ-অর্থ সম্পাদক হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরের অনুসারীদের সংঘর্ষে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন। এর আগে গত ১২ অক্টোবর লিমন ও বাবরের লোকজনের মধ্যে গোলাগুলি হয়। ১৭ অক্টোবর টাইগারপাস মোড়ে যুবলীগ কর্মী রাহুল দাশ হৃদয়ের ওপর হামলার ঘটনায় সাইফুল আলম লিমনকে প্রধান আসামি করে খুলশী থানায় মামলা হয়। ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি সিআরবিতে লিমন এবং বাবর গ্রুপের গোলাগুলিতে যুবলীগকর্মী সাজু পালিত ও আট বছরের শিশু আরমান নিহত হয়।

ছাত্রলীগের এ অবস্থায় চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি আমাদের সময়কে বলেন, সাইফুল আলম লিমন ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ চিঠি দিয়েছে। এরপরও লিমনের বিরুদ্ধে মামলা না নেওয়া পুলিশের ব্যর্থতা। পুলিশ তার কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি আলমগীর টিপুও তার সঙ্গে সিআরবিতে জোড়া হত্যা মামলার আসামি। চুয়েট ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোসলেহও লিমনের অনুসারী। তারাই চবি ও চুয়েটে সংঘাত সৃষ্টি করে চলেছে।

সিআরবিতে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর বলেন, সিআরবিতে আমি কখনো যাইনি। এখানকার কোনো কাজের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নই। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে যাদের সাংগঠনিক অবস্থা আছে, তাদের সন্ত্রাসের দরকার নেই। যাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করলেই রাজনীতিতে শান্তি ফিরে আসবে।

ফুটপাত দখল নিয়ে সংঘাত : নগরীর জিইসি মোড় ও এর আশপাশে ফুটপাতে দোকান বসানো এবং এর দখল ধরে রাখা নিয়ে গত রোববার রাতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। সোমবার রাতে আগ্রাবাদ বাদামতলী এলাকায়ও ফুটপাত দখল কেন্দ্র করে নগর ছাত্রলীগের সদস্য জালাল উদ্দিন রানার সঙ্গে স্থানীয় রিফাত গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি জানান, এ ঘটনায় জালাল উদ্দিন রানাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা : ৩০ অক্টোবর সরকারি সিটি কলেজে প্রাক্-প্রাথমিক পরীক্ষা চলাকালে নগর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নোমান চৌধুরী হলে ঢুকে মোবাইল ফোনে প্রশ্নের ছবি তোলার চেষ্টা করেন। এতে বাধা দেওয়ায় তিনি ও তার সঙ্গীরা দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সেখানে দ্রুত পুলিশ ও র‍্যাব মোতায়েন করতে হয়। ১ নভেম্বর নোমান চৌধুরীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

চবিতে ভর্তি পরীক্ষা চলছে : আগের দিন ছাত্রলীগের দুইপক্ষের সংঘাতের পরও গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বঘোষিত নিয়মেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পাস ছিল পুরোপুরি শান্ত। ছাত্রলীগের দুইপক্ষের কোনো কর্মীকেই ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। বেলা ১১টায় পূর্বনির্ধারিত জীববিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক শিক্ষার্থী আতঙ্কের কথা জানালেও নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।

চবি প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী জানান, শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার্থী কেউ কেউ আশঙ্কার কথা জানালেও তাদের নিরাপত্তায় চবি প্রশাসন তৎপর রয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।